একুশ শতকের পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র

রতন খাশনবিশ

একুশ শতকের পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র
রতন খাশনবিশ

প্রকাশক: দ্যু প্রকাশন
প্রথম দ্যু প্রকাশ: বৈশাখ ১৪৩৩, এপ্রিল ২০২৬

[বর্ণবিন্যাস ও বই পরিকল্পনা: দ্যু প্রকাশন
দ্যু প্রকাশনের মুদ্রণ বিভাগ থেকে ১,০০০ কপি মুদ্রিত]

Ekush Shataker Punjibad O Samajtantra
[CAPITALISM AND SOCIALISM IN THE 21ST CENTURY]
by Ratan Khasnobish
First Dyu Published: April 2026 by Dyu Publication
[Book Planned & Printed by The Printing Department of Dyu]

www.dyu.com.bd
ISBN: 978-984-78274-7-6
Printed & Bound in Bangladesh

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form, of by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the author and publisher, except where permitted by law.

একুশ শতকের পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র

ভূমিকা

অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের পক্ষে যেভাবে জোর সওয়াল করা শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে, ইদানীং সেটা কিছুটা স্তিমিত হয়ে উঠেছে। নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করার পক্ষেই পাল্লা এখনও ভারী, তবে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রগুলির গুরুত্ব যেভাবে প্রায় নাকচ করে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেখান থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা এমনকি বিশ্বব্যাঙ্কের কর্মকর্তারাও বলতে শুরু করেছেন সম্প্রতি। বলার মূল কারণ হল, উদারবাদী বাজার অর্থনীতির চাপে বিশেষত উন্নত দেশগুলির অর্থনীতি যেভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে তার থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় খুঁজে না পাওয়া। ২০০৮ থেকে ২০১৪, এই দীর্ঘ সময় জুড়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে চলেছে আর্থিক মন্দা। মার্কিন অর্থনীতি ইদানীং কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে বটে, তবে সেটা দীর্ঘস্থায়ী হবে কিনা এ নিয়ে সংশয় আছে পুরোমাত্রায়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলির মধ্যে জার্মানি ছাড়া কারও অবস্থা

ভাল নয়। শুধু তাই নয়, নয়া-উদারবাদ দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলিতে (গ্রিস, ইটালি, স্পেন) কার্যত জার্মানির অর্থনৈতিক উপনিবেশ করে ফেলেছে কিনা এ নিয়ে চলছে বিপুল বিতর্ক। যে দেশগুলি এরই মধ্যে কিছুটা ভালো আছে, সে দেশগুলির ভালো থাকাটা কতটা টেকসই, সংশয় আছে সেই প্রশ্নেও। মুক্ত বাজার অর্থনীতির তত্ত্ব লাতিন আমেরিকার জন্য দিয়েছিল 'ওয়াশিংটন ঐক্যমত্য'-এর দাওয়াই। সে দাওয়াইয়ের পরিণামে এই দেশগুলি ক্রমশ বিপর্যস্ত হয়েছিল। দেশগুলিতে দেখা দিয়েছিল চূড়ান্ত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং তার জেরে শেষ পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার একটা বড়ো অংশ জুড়ে ঘটে গেছে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন। সে দেশগুলিতে এখন 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য' অচ্ছুৎ; দেশগুলিতে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একবিংশ শতকের সূচনাকালের পুঁজিবাদের সমস্যাগুলি কী, সে নিয়ে আলোচনা করব। নয়া উদারবাদে এসে ইতিহাসের সমাপ্তি যে ঘটবে না, বরং নয়া উদারবাদের অভিজ্ঞতা সে সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক নির্মাণের ভিত্তিটি জোরদার করে একটা পাল্টা ইতিহাস রচনা করার পক্ষের মতাদর্শকেই শক্ত করে তুলেছে, এই প্রবন্ধে সেটিই আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

নয়া উদারবাদ ও জাতিরাষ্ট্র

নয়া উদারবাদের মূলকথাটা হল, এক দেশ থেকে অন্য দেশে পুঁজি চলাচলের ওপর জাতিরাষ্ট্র-আরোপিত বাধার অপসারণ। যে রূপ ধরে পুঁজি এইভাবে দেশান্তরে যাত্রা করে সেটা হল লগ্নিপুঁজি—অর্থের একক (ডলার, ইউরো, টাকা)

যা মাপা যায়। পুঁজির এই দেশান্তর যাত্রা করার পিছনে থাকে অপেক্ষাকৃত বেশি লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্র খোঁজা। জন্মলগ্ন থেকে পুঁজির এই দেশান্তর যাত্রার প্রবণতা ছিল না, কেননা লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্র জোটাবার দায়টা বহুদিন জাতিরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের বাজারই মিটিয়ে দিতে পারত। সে বাজারটা টেকানো কিংবা প্রসারিত করার দরকার মেটানোর জন্য পুঁজি খাটিয়ে যে পণ্য উৎপাদন করা হয়, সেই পণ্য বিক্রি করার জন্য বিদেশি বাজারের দরকার পড়ত। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত করেই সে দরকারটা মেটানো হয়েছে বহুদিন। বিনিয়োগের বাজার প্রসারিত করার জন্য পুঁজিকে চাইতও না সচরাচর, কারণ বিনিয়োগের বাজার বাড়ানোর জন্য পুঁজি তার জাতিরাষ্ট্রর সীমানা অতিক্রম করলে আসলে যা ঘটে, তা হল সম্পদের (অর্থরূপী সম্পদের) একতরফা বহির্গমন—পণ্য বিক্রি করে অর্থ পাওয়া যায় সমমূল্যের পত্রনিকারী প্রায় নগদে ফেরত পায় বিনিময় হওয়া মাত্র। সুতরাং এই ধরনের বিনিয়োগের নিশ্চয়তা খুবই বেশি। পুঁজি রপ্তানির ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ কিছু ফেরত আসে না। বিনিয়োগ থেকে লাভহবে, সেই লাভ ফিরে আসবে একটা সময় জুড়ে। বিদেশে যে সম্পদ থাকে, তার নিরাপত্তার বিষয়টি তাই গুরুত্বপূর্ণ। স্বদেশি জাতিরাষ্ট্র এটা নিশ্চিত করতে পারে না।

যে রাষ্ট্রে সেটা বিনিয়োগ করা হয়েছে, সেখানের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়া না থাকলে সে সম্পদ লোপাট হয়ে যেতে পারে। সে দেশের বিনিয়োগ নীতি বদলে গেলে প্রত্যাশিত লাভের অঙ্কে গরমিল দেখা দিতে পারে। লগ্নিপুঁজির আদিযুগে (বিংশ শতকের সূচনার) তাই পুঁজির

এই দেশান্তর গমনে থাকত বহু সতর্কতা। নিজের জাতিরাষ্ট্রের উপনিবেশ, যেখানে বিনিয়োগ-নীতি নির্ধারণে পুঁজি সচরাচর যেত সে সব দেশে। বৈরী দেশে লগ্নিপুঁজি কিছুতেই যেতে চাইত না—সেসব দেশে লাভের সম্ভাবনা যত উজ্জ্বলই হোক না কেন। লেনিন যে লগ্নিপুঁজির কথা বলেছিলেন সেটা ছিল এই সময়ের লগ্নিপুঁজি, যে লগ্নিপুঁজির ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য সে সময় উপনিবেশ আধা-উপনিবেশের ওপর রাজনৈতিক দখল কায়েম করার দরকার হত—জাতি রাষ্ট্র যে কাজটা করে দিত, এবং সেটা করতে গিয়ে রীতিমতো যুদ্ধে নামতে হত উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে।

বিনিয়োগ ক্ষেত্র ক্রমাগত প্রসারিত করেই পুঁজিকে যেটুকু বাঁচতে হবে এবং উপনিবেশ গড়ে পুঁজির নিরাপদ বিচরণক্ষেত্রের নিশ্চিত করা যেহেতু রাজনৈতিকভাবে অসম্ভব হয়ে পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে, লগ্নিপুঁজির বিনিয়োগের সমস্যা মেটাতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো তাই ক্রমাগত রফায় আসতে শুরু করে গত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকেই। নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে দেশটি সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজনৈতিক এবং সামরিক লড়াইটা কেন্দ্রীভূত করা হয় সোভিয়েত ব্লকের বিরুদ্ধে—যে ব্লকটি ছিল ভিন্নধর্মী এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতীক, একজোট করা হয় 'ন্যাটো' 'সেন্টো' এবং 'সিয়েটো'র অধীনস্থ অঞ্চলগুলিকে আর লগ্নিপুঁজি মাপার এককে আনা হয় মার্কিন মুদ্রা অর্থাৎ ডলারে, যে ডলারের আন্তর্জাতিক দাম বাঁধা হয়েছিল স্থির অঙ্কের সোনায়। লগ্নিপুঁজির দেশান্তর গমনেও যাতে তার আর্থিক মূল্যে হেরফের না হয় তার ব্যবস্থা করা হল ডলারকে স্থির অঙ্কে সোনার সঙ্গে বেঁধে